দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 06 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

008

# বিনামূল্যের বই

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচী থেকে এবার দেশের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বাদ পড়ে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। জানা গেছে, কেবলমাত্র সরকারী ও অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাই স্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বিদেশে অবস্থিত মিশনসমূহের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বিনামূল্যে বই দেয়া হচ্ছে। বাকী বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জিলা শিক্ষা অফিস থেকে মূল্য দিয়ে বই যোগাড় করে নিতে বলা হয়েছে। শিক্ষা দফতরের জানা আছে কি-না আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু আমরা জানি, দেশে সরকারী ও অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত এমন হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেগুলো স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্ষেত্র বিশেষে নামকাওয়াস্তে বেতন পান এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেতন পান না। বিদ্যালয় কমিটিগুলোর এমন সামর্থ্য নেই যে, মাস মাস তাদের একটা সম্মানজনক বেতন দিতে পারে। এসব বিদ্যালয়ে যাদের ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে তারাও প্রায় সবাই অত্যন্ত দরিদ্র। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্যে তাদের বহু কষ্টে অর্জিত আয় থেকে কিছু কিছু চাঁদাও দিতে হয়। তাদের পক্ষে একগাদা বই কিনে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচপত্র মিটিয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো প্রায় অসম্ভব। নীতি-নিয়মের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে এদের ছেলেমেয়েদের অর্থাৎ বেসরকারীভাবে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকেই আগে বিনামূল্যের বই সরবরাহ করা উচিত। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, শিক্ষা দফতরের কর্তাব্যক্তিরা এই সব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বিনামূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচীর আওতায় আনেননি। আমরা যতদূর জানি, কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা সরকারের এই কর্মসূচীতে আর্থিক সহায়তা করে থাকে। দরিদ্র অভিভাবকদের কিছুটা সহায়তা দেয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করাই এই কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকটি বিবেচনায় আনলেও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর এ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত হওয়ার কথা, বাদ পড়ার কথা নয়। তবু কেন বাদ পড়লো শিক্ষা দফতরের কর্মকর্তাদের কাছে এটা আমাদের জিজ্ঞাস্য।

বিনামূল্যের বই সরবরাহ নিয়ে ইতোপূর্বেও নানা জট-জটিলতা ও অব্যবস্থা দেখা গেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে যথাসময়ে বই না পৌছানো, পৌছালেও বিদ্যালয়গুলোর প্রয়োজন ও সংখ্যানুপাতে বই না পাওয়া এ ক্ষেত্রে একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখা গেছে। আরও দেখা গেছে, কর্তৃপক্ষ বই না দিতে পারলেও বাজারে বইয়ের ছড়াছড়ি। এসব বই দু'-তিনগুণ বেশী দামে বিক্রি হয়েছে, অভিভাবকদের তা কিনতে হয়েছে। এবারও এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টির সমূহ আশংকা রয়েছে। কারণ, এবার বিনামূল্যে বই বিতরণ ও বই বিক্রি একই কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে দেয়া হয়েছে। এর আগে বই বিক্রির দায়িত্বটি দেয়া হয়েছিল ডাক বিভাগকে। অভিজ্ঞ ও পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, একই কর্তৃপক্ষের হাতে বই বিতরণ ও বিক্রির দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার ফলে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অব্যবহার এবার আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। তাদের মতে, বই বিতরণ ও বিক্রির দায়িত্ব দু'টি পৃথক কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করা উচিত। এতে সরকারের বর্তমান সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুভাবে কার্যকর সহজতর হবে।

এ প্রসঙ্গে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, বই বিতরণের দু'রকম নীতি বিশেষ করে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এ কর্মসূচীর আওতাবহির্ভূত রাখা প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। আমাদের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্তসাপেক্ষে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই বিনামূল্যের বই সরবরাহ করা উচিত। এ ব্যাপারে বৈষম্য সৃষ্টি করা শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জনসাধারণকে অনুৎসাহিত করবে। দ্বিতীয়তঃ বই বিতরণের পর বই বিক্রির একটা বিশেষ ব্যবস্থা থাকা আমরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি।